দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 05 MAY 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

নবম থেকে দশম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়া প্রসঙ্গে

একটি চারা গাছ যখন বেড়ে উঠতে থাকে তখন তাকে টিকিয়ে রাখতে বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। কিন্তু যখন সে টিকে যায় তখন তার বৃদ্ধি সাধনে অপেক্ষাকৃত কম নজরদারির প্রয়োজন হয়।

একটি শিশুকে আমরা চারা গাছের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। শিশুটি যখন তার প্রথম শিক্ষাজীবন শুরু করে তখন তার শিক্ষার ভিত্তি তৈরি করতে আমাদের অধিকতর মনোযোগ এবং শ্রম দিতে হয়। শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে শক্ত ভিত তৈরি না হলে পরবর্তী স্তরে তার কাছ থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া সম্ভব নয়।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, নবম থেকে দশম শ্রেণীতে সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারণ অনুসন্ধান করছে। এ প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিছু তথ্য পেশ করছি। মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের কাছে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৪৮.৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়া মোটেও বিস্ময়কর হতো না যদি প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণা থাকতো।

প্রাথমিক পর্যায়ে ৩০ থেকে ৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার পর অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের সবাই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা গ্রহণ করার মতো যথেষ্ট যোগ্যতা বা Competency অর্জন করে আসে না। আমি যখন শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করি তখনকার চিত্র হচ্ছে ৪০ থেকে ৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ২৫/২৬ থেকে ৩৫/৩৬ জনের মতো উপস্থিত পাওয়া যায়। উপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ৪/৫ জন মোটামুটি সক্রিয়ভাবে শ্রেণীর পাঠ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। বাকিরা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে। এই নিষ্ক্রিয় শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করার সর্বপ্রচেষ্টা প্রয়োগ করে অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং সর্বোপরি ব্যর্থ হয়ে শ্রেণীকক্ষ থেকে বিদায় নিতে হয়। এর মূল কারণ হিসাবে বলতে চাই, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীসহ পূর্ববর্তী শ্রেণীসমূহে এরা প্রয়োজনীয় পরিচর্যা পায়নি। আর প্রয়োজনীয় পরিচর্যা না পাওয়ার বিবিধ কারণের মধ্যে অযৌক্তিক ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত, যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং শিক্ষা কার্যক্রমে এলাকাবাসীর সম্পৃক্ততার অভাব অন্যতম।

আরেকটি অভিজ্ঞতার কথা বলতে চাই। আমি উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে কিছুদিন ইংরেজি বিষয়ের প্রশিক্ষক হিসাবে কাজ করেছি। তখন দেখেছি আমার কোনো কোনো সেশনে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের মধ্যে ১৭/১৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা সহজ ইংরেজি বলা দূরের কথা, বুঝতেও পারেন না। তারা একটি পাঠের শিখন যোগ্যতা চিহ্নিত করতে পারেন না এবং কী উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পাঠদানে অগ্রসর হবেন তা নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না। তারা সবাই গ্রামাঞ্চলের সরকারি অথবা রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা।

তাই বলতে চাই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা যে সাড়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে যাওয়ার কারণ অনুসন্ধানে মনোযোগী হয়েছেন সেজন্য তাদের মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর পেরিয়ে আরো পিছনে যেতে হবে। যেহেতু এসএসসি পরীক্ষার আগে উল্লেখযোগ্য কোন পাবলিক পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাই এসএসসি পরীক্ষায় এসে গলদ ধরা পড়ছে। উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে প্রাথমিক পর্যায়েই এই ত্রুটি দৃষ্টিগোচর হতো। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে।

মোসাম্মৎ আয়শা বেগম,
কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬।